প্রশ্ন: "সহৃদয় হৃদয় সংবাদী"- ব্যাখ্যা কর।

'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' সাহিত্য সমালোচনা এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের (বিশেষ করে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সহজ কথায়, এর অর্থ হলো—কাব্য বা সাহিত্যের রস আস্বাদন করার জন্য পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ের সাথে কবির হৃদয়ের যে একাত্মতা বা মানসিক মেলবন্ধন ঘটে, তাই হলো 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'।

অলংকার শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নানান প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কেউ বলেছেন, শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কাব্য গড়ে ওঠে, কেউ বলেছেন অলংকার কাব্যের আত্মা, কেউ জানিয়েছেন, রীতী কাব্যের শেষ কথা। কেউ আবার বক্রোক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধ্বনিবাদীরা 'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য' বললেও শেষপর্যন্ত 'রসধ্বনি' অর্থাৎ রসকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেছেন। আর এ বিষয়ে রসবাদীরা চরম সিদ্ধান্ত করলেন-'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম' অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। কাব্যবিচারে রসকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এযুগের কাব্যতাত্ত্বিকেরাও।

কাব্যকে আস্বাদযোগ্য বা আনন্দযোগ্য করে তোলে রস। সংস্কৃত 'রস' ধাতুর অর্থ হল, যা আস্বাদনযোগ্য। এখন প্রশ্ন, এই রসকে পাঠক কিভাবে অনুভব করে থাকেন? কোথায়ই বা জন্মগ্রহণ করে এই রস? একদল বলেন, কাব্যের মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকে সেই উপাদানই পাঠকের হৃদয়ে রসের সঞ্চার করে। কেউ বলেছেন, রসের আধার হল কবির হৃদয়। আবার অভিনব গুপ্তের মতো অনেকে জানিয়েছেন, বাক্যে নয়, কবিতে নয়, পাঠকের মনে থাকে রস। মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপরে সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতি নির্ভরশীল। সাহিত্যের রসের আস্বাদন বহিরিন্দ্রিয় রসোবেদনের মাধ্যমে সম্ভব হয়। সাহিত্যের রসের আস্বাদন অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তর্বেদনের সাহায্যে সম্ভব নয়। তাই সকলে নন-সহৃদয় ব্যক্তি কাব্যরস পান করে ধন্য হন।

এখন প্রশ্ন সহৃদয় ব্যক্তি কারা? কাব্য অনুশীলনের অভ্যাসের ফলে যাদের মনের আয়নায় কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়-তন্ময়তা লাভ করে, তারাই হলেন সহৃদয় ব্যক্তি। সহৃদয় ব্যক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এমনই কথা বলেছেন আচার্য অভিনব গুপ্ত-

> "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসে বশাদবিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ী ভবনযোগ্যতা তে হৃদয় সংবাদ ভাজঃ সহৃদয়াঃ।"

এক কথায় বলা যায় কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে যিনি একাত্ম হতে পারেন, তিনিই হলেন সহৃদয়-ব্যক্তি। তাই কাব্য সকলের জন্য নয়। রসের আস্বাদন যোগ্য সহৃদয় ব্যক্তির জন্যই কাব্য। কবি যদি রসের আস্বাদনে সক্ষম হন, তবে তিনি তা আস্বাদন করবেন সহৃদয় পাঠকের ভূমিকা থেকে। সহৃদয় ব্যক্তি যখন কাব্য রসের আস্বাদন করেন, তখন তার চেতনা থেকে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির চিন্তা দূর হয়ে যায়। যতক্ষণ ব্যক্তিগত লাভক্ষতির চিন্তা চেতনাকে আচ্ছাদন করে রাখে ততক্ষণ রসাস্বাদন সম্ভব নয়। রজঃগুণ এবং তমোগুণ রসাস্বাদে বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে। রজঃ ও তমোগুণ দূর হয়ে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হলে মন স্থির হয়। অভিনব গুপ্ত এই অবস্থার নাম দিয়েছেন 'চিত্তবিশ্রান্তি'। এই শান্ত পরিশীলিত মনে কোনো অহংচেতনা থাকে না। এই অবস্থার পাঠকের মনে 'স্ব-সংবিদানন্দচর্বণ'-এর মতো ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং রসাস্বাদন সম্ভব হয়। বারবার কাব্যচর্চার ফলে পাঠকের পক্ষে এমন মনের অধিকারী হওয়া সম্ভব। এই ভাবে যখন পাঠকের হৃদয়ে রসাস্বাদনের অনুভূতি জন্মায়, তখন সেই পাঠক হয়ে ওঠেন 'কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞ'। আর তখনই একমাত্র সেই পাঠকের পক্ষে রসাস্বাদন করা সম্ভব। তাই কবি নন, একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে কাব্যরসের আস্বাদন করা সম্ভব।

কাব্য রসের ক্ষেত্রে যিনি সহৃদয় ব্যক্তি নন, তাঁর কাছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শাশ্বতী' কিংবা জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' অকাব্য হতে পারে, তাঁর ভালো লাগতে পারে 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে'। একই কবিতা কোনো একসময়ে কোনো পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে যায়, আবার কোনো এক সময়ে সেই কবিতা সেই পাঠকের ভালো নাও লাগতে পারে। মানসিক অবস্থাতেই এই ভিন্নতার কারণ। কাব্যরস কখনও বিষয়-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না-তা আস্বাদন করতে হয় অনুভূতি দিয়ে। অর্থাৎ আলংকারিক ভাষায়, রস হল 'সকল সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী'।

'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' হলো শিল্প ও সাহিত্যের সেই সর্বজনীন সেতু, যা স্রষ্টা এবং গ্রহীতাকে এক অনুভূতির সুতোয় বেঁধে দেয়।